নগর সংবাদ

NAGAR SANGBAD

বর্ষ ৪; সংখ্যা ১৬
Vol. IV No. 16

এলজিইডির আওতাধীন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) এর একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
A QUARTERLY UMSU PUBLICATION OF LGED

এপ্রিল - জুন ২০০৯
April - June 2009

এলজিইডির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এমপি। এসময় উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু এমপি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) এ বি তাজুল ইসলাম এমপি, জনাব মোঃ শাহ আলম এডভোকেট এমপি, জনাব বি এম মোজাম্মেল হক এমপি, জনাব নজরুল ইসলাম হিরু এমপি, জনাব আতিকুর রহমান আতিক এমপি, স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মনজুর হোসেন এবং এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে এলজিইডিকে এগিয়ে আসতে হবে

– স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এমপি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) প্রকৌশলীদের আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার আহবান জানিয়েছেন। এলজিইডিকে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, এলজিইডিকে তাদের স্বচ্ছতার শতভাগ অক্ষুন্ন রেখে আগামী দিনগুলোতে দিনবদলের সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এগিয়ে আসতে হবে। গত ৭ই মে ২০০৯ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে আয়োজিত এলজিইডির উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের এক পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ আহবান জানান। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আজ যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষণীয় তা সম্ভব হয়েছে কেবলই এলজিইডির কারণে– উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, কিশোরগঞ্জে তাঁর নির্বাচনী এলাকায় রাবার বাঁধ ও ডুবো সড়ক নির্মাণ করে দিয়েছে এলজিইডি। তিনি আরও বলেন, এলজিইডির অতীত ঈর্ষণীয় সততার কথা আজও সুবিদিত। তিনি সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি সেই ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন রাখার আহবান জানান। স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মনজুর হোসেনের সভাপতিত্বে আয়োজিত পর্যালোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু এমপি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) এ বি তাজুল ইসলাম এমপি এবং জনাব মোঃ শাহ আলম এডভোকেট এমপি। আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব বি এম মোজাম্মেল হক এমপি, জনাব নজরুল ইসলাম হিরু এমপি এবং জনাব আতিকুর রহমান আতিক এমপি।

বিশেষ অতিথির ভাষণে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জনাব রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু এমপি বলেন, ১৯৯৬ সালেও নরসিংদী জেলার রায়পুরায় তিনি তাঁর পৈত্রিক ভিটায় যেতে পারতেন না যোগাযোগ প্রতিবন্ধকতার কারণে। কিন্তু এলজিইডির কল্যাণে আজ সেখানে তিনি যেতে পারছেন স্বাচ্ছন্দে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এলজিইডি আগামীতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) এ বি তাজুল ইসলাম এমপি বিশেষ অতিথির ভাষণে বলেন, এলজিইডি এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার পরিচিতির প্রয়োজন হয় না। তিনি বলেন, এলজিইডি গুণগতমান বজায় রেখে স্বল্প ব্যয়ে বাংলাদেশের সর্বত্র অবকাঠামো নির্মাণ করছে। এলজিইডির নতুন প্রজন্মের প্রকৌশলীরা অনায়াসে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

(এরপর ২য় পৃষ্ঠায়)

ভেতরের পাতায়

- সম্পাদকীয়
- শোক সংবাদ
- মিশন
- প্রশিক্ষণ
- কৃষ্টিয়া পৌর মেয়রের সাক্ষাৎকার
- সিটিসি সদস্যদের অভিজ্ঞতা বিনিময়
- টিএলসিসি-র সভা
- বৃক্ষরোপণ
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন
- পটুয়াখালী বাস টার্মিনাল উদ্বোধন
- নেপালী দলের বাংলাদেশ সফর

সম্পাদকীয়

নগর জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও পরিবেশ উন্নয়নে নদীগুলোকে দখলমুক্ত করা জরুরী

বৈচিত্রময় ষড়ঋতুর এই বাংলাদেশে যে নিয়মতান্ত্রিকতা মেনে ঋতুগুলো আবর্তিত হতো, সেটা আর লক্ষ্য করা যায় না। এখন বর্ষণ দিয়ে শুরু হয় না বর্ষাকাল। বর্ষা এলেও প্রায় দু-এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয় বৃষ্টির জন্য। ঋতুগুলোর মধ্যে পার্থক্য বের করা প্রায় অসম্ভব। বছরের যে সময়টাতে যে ধরনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার কথা, সে সময়ে সেই ধরনের উপসর্গ লক্ষ্য করা যায় না। বাংলাদেশের ঋতু বৈচিত্রের এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সরাসরি প্রভাব।

১৯৮৯ সালের ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'Global warming: Global warning'. আজ ২০ বছর পর বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি এক চরম বাস্তবতা। উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর পরিমাণ বৃদ্ধি। এছাড়া রয়েছে অব্যহতভাবে বনভূমি ধ্বংস, জলাভূমি ভরাট ইত্যাদি। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে গলতে শুরু করেছে মেরু অঞ্চলের জমাট বাঁধা বরফ। এতে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা যাচ্ছে বেড়ে, যা আমাদের মতো ছোট্ট দেশের জন্য ভীষণ উদ্বেগের একটি বিষয়। জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা বলেন, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ চলে যাবে সমুদ্র-গর্ভে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় এদেশে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ বেড়েছে অনেক। এইসব দুর্যোগে ফসল এবং গাছপালার ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়, চলে যায় পশু-পাখিসহ অসংখ্য মানুষের জীবন। বিনষ্ট হয় কোটি কোটি টাকায় নির্মিত অবকাঠামো।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ পীড়িত বাংলাদেশে বন্যা এখন প্রায় নিয়মিত ঘটনা। ১৯৭৪ সালের চোদ্দবছর পর ১৯৮৮ সালে বিস্তৃত বন্যা হয় এদেশে। এর দশবছর পর ১৯৯৮ সালে আবার বড় আকারের বন্যা। এরপর ২০০৪ সালে এবং সর্বশেষ ২০০৭ এ। এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো, বন্যা পুনরাবৃত্তির সময়কাল কমে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের পৌনঃপুনিক বন্যার অনেক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান একটি কারণ হচ্ছে নদী ভরাট। বনভূমি উজাড় হয়ে যাওয়ায় উজান থেকে নেমে আসা পানি প্রতি বছর প্রায় ২.৪০ বিলিয়ন মেট্রিক টন পলি বহন করে আমাদের নদীগুলোর তলদেশ ভরাট করে দিচ্ছে। এর সঙ্গে আছে অবৈধ নদী দখল। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই নদী দখলের চিত্র দেখা যায়। আর এটা সবচেয়ে বেশী ঘটে শহর এলাকায়। যখনই নদী কোনও শহর অতিক্রম করে তখনই সেটা শিকার হয় দখলদারিত্বের। এভাবে অনেক নদীই আজ হারিয়ে গেছে। অনেক নদী ভুগছে অস্তিত্বের সংকটে।

সম্প্রতি মহামান্য হাইকোর্ট ঢাকার চারপাশ বেষ্টিত চারটি নদীর তীরবর্তী ও নদীর বুকে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা স্থায়ী ও অস্থায়ী স্থাপনা উচ্ছেদের জন্য সরকারকে ১২ দফা নির্দেশ দিয়েছেন। হাইকোর্টের রায় কার্যকর করার পদক্ষেপও নিয়েছে সরকার। শুরু হয়েছে অবৈধ স্থাপনা অপসারণের কাজ। এটা সম্পন্ন হলে আমাদের প্রধান দায়িত্ব হবে উদ্ধার হওয়া জায়গা পুনরায় অবৈধ দখলের হাত থেকে মুক্ত রাখা। যে বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টেরও নির্দেশনা রয়েছে।

পরিবেশের সঙ্গে নদীর রয়েছে গাঁটছড়া বাঁধন। পরিবেশের অবক্ষয় ঠেকাতে তাই দরকার নদীর প্রবাহ ঠিক রাখা। মহামান্য হাইকোর্টের রায় কার্যকর হলে ঢাকার চারপাশের নদীগুলো হয়তো জীবন ফিরে পাবে। কিন্তু বাংলাদেশে রয়েছে প্রায় ৭০০ নদী। যার অনেকগুলোই এখন অসাধু লোকদের দস্যুতার কবলে পড়ে মৃত প্রায়। এসব নদীগুলোকেও বাঁচাতে হবে।

অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই আমাদের শহরগুলো নিমজ্জিত হয় পানিতে। অপর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার কারণে প্রায় শহরেই সৃষ্টি হয় দীর্ঘ জলাবদ্ধতা। এছাড়া অতি বন্যার সময়ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে দীর্ঘ সময় জলমগ্ন থাকে শহরগুলো। এতে রাস্তা-ঘাটের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। শহর অতিক্রম করা নদী বা খাল পুনরুদ্ধার করতে পারলে অতি সহজেই শহরের জলাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব। এতে একদিকে শহরবাসীর দুর্ভোগ যেমন কমবে, পাশাপাশি অবকাঠামোগুলোকে ক্ষতির হাত থেকেও বাঁচানো যাবে।

এদেশে বন্যা আগেও ছিলো, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। বন্যা প্রতিহত করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমাদেরকে বন্যা মোকাবেলা করতে হবে এমন ভাবে যাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমানো যায়। নগরের অবকাঠামোগুলোকে টিকিয়ে রাখতে বন্যার ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে হবে এগুলোকে। আর এজন্য যতদ্রুত সম্ভব শহরের নদী ও খালগুলোকে মানুষের অবৈধ আগ্রাসন থেকে মুক্ত করতে হবে। সংরক্ষণ করতে হবে শহরের জলাভূমি। বেশী বেশী গাছ লাগিয়ে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ছিলো 'জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তোমার পৃথিবী তোমাকেই চায়'। সুন্দর একটি পৃথিবী গড়তে আমাদের সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে। নদী দখলমুক্ত করার পাশাপাশি বাড়ির আঙিনায়, রাস্তার পাশে বা যে কোনও ফাঁকা জায়গায় গাছ লাগিয়ে সবুজে সবুজে ভরিয়ে দিতে হবে চারদিক। আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। □

আমরা শোকাহত

মাহমুদ আল নূর তারেক
(ফেব্রুয়ারি ২৫, ১৯৫২ - এপ্রিল ২৩, ২০০৯)

ময়মনসিংহবাসীর প্রিয় মানুষ পৌর মেয়র এবং জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি, আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি মাহমুদ আল নূর তারেক (৫৮) গত ২৩ এপ্রিল' ০৯ বৃহস্পতিবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি .....রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। ১৯৯৯ সালে প্রথম এবং ২০০৪ সালে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত ময়মনসিংহ পৌরসভার মেয়র মরহুম মাহমুদ আল নূর তারেক শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজসেবা ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। এলজিইডির সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় সম্পর্ক। ময়মনসিংহে পৌরসভার অবকাঠামো এবং পৌর সেবার মান উন্নয়নে তিনি নিরলসভাবে কাজ করেছেন।

১৯৫২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহ শহরের গোলাপমহল কাচিকুলি এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন মরহুম মাহমুদ আল নূর তারেক। ১৯৭৪ সাল থেকে আইন পেশার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি। তাঁর পিতা ময়মনসিংহ জেলার স্বনামধন্য আইনজীবী মরহুম এ কে এম নূরুল ইসলাম (নয়া মিয়া)।

গত ২৪ এপ্রিল শুক্রবার সকালে মরহুমের মরদেহ প্রথমে পৌরসভায় এবং পরে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে রাখা হয়। ওইদিন বাদ আসর ময়মনসিংহ পৌরসভার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় মরহুমের নামাজে জানাজা। সর্বস্তরের জনগণ তাদের প্রিয় মানুষটিকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসময় উপস্থিত ছিলেন। জানাজাশেষে তাঁকে গুলজিবাড়ি কবরস্থানে দাফন করা হয়।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে এলজিইডিকে এগিয়ে আসতে হবে

(১ম পৃষ্ঠার পর) পর্যালোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জনাব মোঃ শাহ আলম এডভোকেট এমপি বলেন, বাংলাদেশে এমন কোনও গ্রাম নেই যেখানে এলজিইডির ছোঁয়া লাগেনি। তিনি আরও বলেন, সরকারের প্রতিশ্রুত দিনবদলের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজে এলজিইডির সক্রিয় অংশগ্রহণ আবশ্যক।

সভাপতির ভাষণে স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মনজুর হেসেন এলজিইডির প্রকৌশলীদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার আহবান জানান। এর আগে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তিনি ১৯৮৪ সালে এলজিইডির জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং ১৯৬০ সালে প্রবর্তিত কুমিল্লা মডেল খ্যাত এদেশের পল্লী উন্নয়নের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ লোকমান হাকিম কর্তৃক সন্মানিত অতিথিবৃন্দ এবং সমবেত সবার উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়। □

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সিডিসি সদস্যদের সঙ্গে আলাপরত ডিএফআইডি ইন্টারিম মিশন প্রধান ডগলাস সল্ট মারশে।

মিশন

ডিএফআইডির ইন্টারিম মিশন

এলজিইডির নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যালোচনার লক্ষ্যে মিঃ ডগলাস সল্ট মারশের নেতৃত্বে ডিএফআইডির ইন্টারিম রিভিউ মিশন গত ২৮মে টঙ্গী পৌরসভা এবং ২৯ মে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিদর্শন করে। মিশনের অপর সদস্যরা হলেন মিস ফিলিপা থমাস এবং অর্ণিবান ভৌমিক।

টঙ্গী পৌরসভা পরিদর্শনকালে মিশন হাজীর মাজার-১ ও ২ কমিউনিটি পরিদর্শন এবং কমিউনিটির সদস্যদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করে। এসময় কমিউনিটি সদস্যবৃন্দ তাদের বাসস্থানের নিরাপত্তাহীনতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পয়ঃনিষ্কাষন ব্যবস্থার অভাব, কর্মসংস্থানের অভাব, স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা, অশিক্ষা ও বাল্য বিবাহসহ নানাবিধ সামাজিক সমস্যা নিরসনের জন্য প্রকল্পের সহায়তা কামনা করে। এর আগে মিশন টঙ্গী পৌরসভার মেয়র এডভোকেট মোঃ আজমত উল্লাহ খান ও কাউন্সিলরদের সঙ্গে দারিদ্রহ্রাস এবং প্রকল্পের অগ্রগতিসহ অন্যান্য বিষয়ে মতবিনিময় করে।

মিশন ২৯ মে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে চলমান ইউপিপিআরপির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। এসময় বলির হাটপাড়া ও রৌফাবাদ সিডিসির হতদরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ এবং তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে। পশ্চিম ষোল শহর ক্লাষ্টার সিডিসি সেন্টারে ক্লাষ্টার সিডিসি এবং ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হয়ে কমিউনিটি সচলিকরণের বিভিন্ন ধাপ, কমিউনিটি চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং নেতৃবৃন্দের ভূমিকার বিষয়ে অবগত হয়ে এসব কাজে সন্তোষ প্রকাশ করে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে মিশনের প্রতিনিধিবৃন্দ সৌজন্য সাক্ষাত এবং ইউপিপিআরপি কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রকল্পের টাউন টিমের সঙ্গে ওয়ার্ড-আপ সভায় প্রকল্পের অগ্রগতি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের সফলতা ও ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে মিশনের কার্যক্রম শেষ হয়।

কেনিয়ার ভব্লিউএমইউপি প্রতিনিধিদলের ইউপিপিআর পরিদর্শন

নাইরোবি ওয়াটার এন্ড সুয়ারেজ কোম্পানী লিঃ এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ফ্রানসিস মাগোর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল ৩ জুন এলজিইডির নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের সদর দপ্তর এবং ৪ জুন নারায়ণগঞ্জ পৌরসভায় চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। প্রতিনিধিদলের অপরাপর সদস্যরা হলেন মিঃ নাহাসন মাগুনা, মিঃ উইলিয়াম মিসাটি, মিঃ পিটার ইরুনগা মুরিগি ও মিঃ সাম পার্কার। ❐

প্রশিক্ষণ

পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এপ্রিল থেকে জুন ২০০৯ পর্যন্ত গত তিন মাসে এমএসইউর আয়োজনে এলজিইডি সদর দপ্তরে চারটি কোর্সে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এগুলোর মধ্যে ছিল ডাবল এন্ট্রি এ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্ ২০০৮ এন্ড কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট, পৌরসভা হোল্ডিং ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার (আপডেট) এবং ওয়ার্ক এ্যাসিষ্টেন্ট ট্রেনিং অন কন্ট্রাক্ট-১। আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের (ইউএমএসইউ) পরিচালক জনাব মুহাঃ আজিজুল হক প্রশিক্ষণগুলোর উদ্বোধন করেন।

ডবল এন্ট্রি এ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট ঃ ৩৬টি পৌরসভার হিসাবরক্ষকগণ ৬-৯ এপ্রিল ২০০৯ এ অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী বক্তব্যে ইউএমএসইউ এর পরিচালক জনাব মুহাঃ আজিজুল হক বলেন, ফিন্যানসিয়াল এন্ড অপারেশনাল এ্যাকশন প্ল্যান (এফওএপি) এবং ডাবল এন্ট্রি চর্চা অব্যহত রেখে কার্যক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করতে হবে। পৌরসভার দক্ষতাবৃদ্ধি হলে এই প্রশিক্ষণ সার্থক হবে। নিজেদের আগ্রহে একাউন্টিং সফট-ওয়ারের মাধ্যমে প্রতিদিনের হিসাব প্রতিদিন শেষ করা গেলে অন্যান্য কাজ সহজতর হবে।

পিপিআর ২০০৮ ঃ ২০-২৩ এপ্রিল ৩৩টি পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলীগণ চারদিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে যোগদেন। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্ ২০০৮ অনুসরণে দরপত্র আহবান, দরপত্র মূল্যায়ন, ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তি এবং কাজের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পৌরসভার প্রকৌশলীদের দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণশেষে ইউএমএসইউ এর পরিচালক জনাব মুহাঃ আজিজুল হক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রকৌশলীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।

পৌরসভা হোল্ডিং ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট সফটওয়ার (আপডেট) ঃ এমএসইউ এবং ইউএমএসইউ এর ২২জন সহকারী পরিচালক ও মিউনিসিপ্যাল ফিন্যান্স এন্ড এ্যাকাউন্টিং স্পেশালিষ্টগণ গত ১১-১৪ মে অনুষ্ঠিত চারদিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

কার্য-সহকারীদের প্রশিক্ষণ ঃ গত ৩-৭ মে এবং ৩১মে-৪জুন ২০০৯ তারিখে দুটি ব্যাচে পৌরসভার কার্য-সহকারীদের 'ওয়ার্ক এ্যাসিষ্টেন্ট ট্রেনিং অন কন্ট্রাক্ট-১' শীর্ষক পাঁচদিনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ৬৩টি পৌরসভার কার্য-সহকারীগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণশেষে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন। সমাপনী বক্তব্যে তিনি বলেন, কাজের মান বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নির্মাণ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে। ❐

বিদেশ সফর

স্থানীয় সরকার বিভাগ ও এলজিইডির ১০জন কর্মকর্তা গত ২৭ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয়ে অনুষ্ঠিত "মডার্ন মার্কেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" শীর্ষক বৈদেশিক শিক্ষা সফরে অংশ নিতে ভিয়েতনাম গমন করেন। কর্মকর্তারা হলেন, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ সচিব জনাব মোঃ আব্দুর রব ও জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল কবির চৌধুরী, এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নাজমুল হাসান, বরিশাল ও কুমিল্লা অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সুকুমার চন্দ্র কর ও জনাব মোঃ আবিদুর রহমান খান, মিউপিসিআর এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, সেকায়েপ এর পিএমটিএ সমন্বয়ক জনাব মোঃ আলী আকার হোসেন, বরিশাল ও নোয়াখালী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম ও মোল্লা মোহাম্মদ শাহ নেওয়াজ এবং সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ ফিরোজ আলম তালুকদার। ❐

জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়

– জনাব আনোয়ার আলী, মেয়র কুষ্টিয়া পৌরসভা

বাংলাদেশের পশ্চিম জনপদের অন্যতম প্রাচীন পৌরসভা কুষ্টিয়া। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহ, সুসাহিত্যিক মীর মোশাররফ হোসেন, কাঙাল হরিনাথ, গগন হরকরা, বিপ্লবী নেতা বাঘা যতীন, নারী নেত্রী প্যারীদাস সুন্দরী প্রভৃতি বিখ্যাতজনের স্মৃতিধন্য এই জেলা।

১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কুষ্টিয়া পৌরসভা। এরপর অতিক্রান্ত হয়েছে ১৪০ বছর। দীর্ঘ এ পথ পরিক্রমায় কুষ্টিয়া শহর আকারে-প্রকারে বেড়েছে অনেক। বেড়েছে মানুষ, মানুষের চাহিদা। পৌরবাসীর এ চাহিদা পূরণের দায়ভার পৌরসভার। পৌরবাসী নির্ধারিত মেয়াদে পৌরসভা পরিচালনার দায়িত্ব দেন যাকে, তিনি পৌর মেয়র।

জনাব আনোয়ার আলী কুষ্টিয়া পৌরসভার বর্তমান মেয়র। পৌরবাসীর প্রত্যক্ষ ভোটে তিন তিন বার নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। কুষ্টিয়া পৌরসভা পরিচালনা, এর বিভিন্ন সমস্যা, এসব সমস্যা সমাধানে নেয়া উদ্যোগ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি ।

প্রশ্নঃ আপনি তিনবার কুষ্টিয়া পৌরসভা পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন। দীর্ঘ এই অভিজ্ঞতার আলোকে পৌরসভা পরিচালনার বিষয়ে কিছু বলুন।

মেয়র হচ্ছে জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তি যিনি একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করেন– একথা মাথায় রেখে আমি দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করি। জনগণের কল্যাণই আমার উদ্দেশ্য। আর এজন্য সঠিক সময়ে ও নির্বিঘ্নে কাজ করার জন্য পৌরসভার বিভিন্ন সেকশনে দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছি। বিভিন্ন কমিটির সুপারিশ টিএলসিসির থেকে পৌরপরিষদে পাঠানো হয়। পৌরপরিষদ সেগুলো বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এতে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। এভাবেই কুষ্টিয়া পৌরসভা পরিচালিত হয়ে থাকে।

প্রশ্নঃ পৌরসভা পৌরবাসীকে বিভিন্ন ধরণের পরিসেবা দিয়ে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে কোন্ কোন্ সেবাকে আপনি অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন?

পৌরসভার মূল দায়িত্ব পৌরসেবা নিশ্চিত করতে শহরে পৌর সুবিধা সম্প্রসারণ করা। আমাদের দেশের পৌরসভাগুলো এখনও আত্মনির্ভর হয়ে ওঠেনি। সীমিত সম্পদের কারণে পৌরবাসীর চাহিদা মেটাতে তাই নির্ধারণ করতে হয় অগ্রাধিকার। দরিদ্র জনগোষ্ঠির কল্যাণ আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই দারিদ্র্যহ্রাসকরণ, দরিদ্র এলাকায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, সড়কবাতি, দরিদ্রদের শিক্ষা/সংস্কৃতি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। কুষ্টিয়া পৌরসভায় বসবাসকারী সব শ্রেণীর নাগরিকদের দ্রুত সেবা দেয়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পৌর প্রাঙ্গণে কল সেন্টার খোলা হয়েছে। টেলিফোন নম্বর (০৭১) ৭১৬৭৪, ০১৭৩৩-৭২৯৬৯৬; e-mail address: callcentrekp@gmail.com web: www.kushtiamunicipality.com এসবের মাধ্যমে অনেক অভিযোগের বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

প্রশ্নঃ পৌরসভা একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। পৌরবাসীর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাগুলো কী?

পৌরসেবা দেয়ার ক্ষেত্রে অর্থের যোগান আর জনসচেতনতার অভাবই প্রধান সমস্যা। পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করতে প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি।

প্রশ্নঃ সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আপনার পৌরসভা কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে?

বর্তমান সময়ে সুশাসন একটি বহুল আলোচিত ও কাঙ্খিত বিষয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হলে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখা কঠিন। এ প্রেক্ষাপটে কুষ্টিয়া পৌরসভা পরিচালনায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ১০টি স্থায়ী কমিটি, বিভিন্ন উপ-কমিটি, প্রকল্পে নির্দেশিত কমিটিসহ মোট ২৯টি কমিটি কুষ্টিয়া পৌরসভায় স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে কাজ করে থাকে। এসব কমিটির সুপারিশগুলোকে পৌরপরিষদ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে। পৌরপরিষদে বিস্তারিত আলোচনার পর সবার মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে থাকে। বাজেট প্রণয়নে ওয়ার্ড কমিটি ও টিএলসিসির মতামত নেয়া হয়। সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ সে সময়ের মধ্যে সেবা দিতে ব্যর্থ হলে এবং জনগণ সরাসরি তা মেয়রকে জানালে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হয়। জনগণের মুখোমুখি আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের মৌলিক সমস্যা জানা যায় এবং সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

প্রশ্নঃ পৌরসভায় বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো নির্মিত হয়ে থাকে। এসব উন্নয়নকে টেকসই করতে কী ধরণের পদক্ষেপ নেয়া জরুরী বলে আপনি মনে করেন?

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান আর স্থানীয়ভাবে আহরিত সামান্য রাজস্ব দিয়ে সীমিত আকারে কুষ্টিয়া পৌরসভায় উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে দীর্ঘদিন। ১৯৯২ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সহায়তাপুষ্ট মাঝারী শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প দিয়ে মূলত শুরু হয় শহরের ব্যাপক উন্নয়নের কাজ। এরপর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এসব উন্নয়ন টিকিয়ে রাখা দুরূহ একটি কাজ। উন্নয়নকে টেকসই করতে মাষ্টার প্ল্যান অনুসারে শহরের অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়।

প্রশ্নঃ দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য কুষ্টিয়া পৌরসভা থেকে কী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য মেয়র হিসেবে আপনার পরিকল্পনা কী?

বাংলাদেশের প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ বাস করে দারিদ্রসীমার নিচে। সহায়-সম্বল হারিয়ে তারা ভিড় করে শহরে দিনযাপন আর প্রাণ ধারণের আশায়। এদের জীবনমানের উন্নয়ন ছাড়া শহরে সামগ্রীক উন্নয়ন সম্ভব নয়। কুষ্টিয়া শহরে বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য পৌরসভা থেকে বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মাঝারী শহর প্রকল্পের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সহ ইউপিপিআরপির ৩৫টি এবং ইউজিপের ৯টি অর্থাৎ মোট ৪৪টি সিডিসির সঞ্চয়, ক্ষুদ্রঋণ ইত্যাদি কার্যক্রম চালু রয়েছে। দরিদ্র এলাকায় ফুটপাত, ড্রেন, স্যানিটারি ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল নির্মাণ করা হয়েছে। কুষ্টিয়া পৌরসভার নিজস্ব উদ্যোগে দরিদ্র শিশুদের পড়ালেখা, সাংস্কৃতিক শিক্ষা, বৃদ্ধ নিবাস ও ডে-কেয়ার সেন্টার নির্মাণ এবং কর্মসংস্থানের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

প্রশ্নঃ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে কুষ্টিয়া পৌরসভাকে আর কতোদূর যেতে হবে?

যে কোনও উন্নয়নের মূলে আছে অর্থ। অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে না পারলে সত্যিকারের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের পৌরসভাগুলোকে দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে। বাড়াতে হবে স্থানীয় সম্পদ আহরণের পরিমাণ। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে কুষ্টিয়া পৌরসভাকে যেতে হবে অনেক দূর। পৌরকর ও অন্যান্য উৎস খাতের আয় ছাড়া পৌরসভার তেমন কোনও বড় ধরণের আয় নেই। কেন্দ্রীয় সরকার পৌরসভার মধ্যে থেকে যে কর আদায় করে তার ২০%-৩০% পৌরসভাকে দেয়ার বিধান করলে পৌরসভা স্বাবলম্বী হবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্নঃ কুষ্টিয়া পৌরসভার উন্নয়নে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

সম্ভাবনাময় পর্যটন নগরী হিসেবে কুষ্টিয়া শহরকে গড়ে তুলতে চাই। আর এর জন্য দরকার পৌরসভায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা, পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, আধুনিক সুবিধা সম্বলিত মার্কেট ও আবাসিক হোটেল নির্মাণ, পর্যটক আকর্ষণে শহরের সৌন্দর্য্য বাড়ানো, টেগর লজকে স্মৃতি সংগ্রহশালায় রূপান্তর করে লাইব্রেরী স্থাপন ও রবীন্দ্র রচনাবলী সংরক্ষণ। এছাড়া বৃদ্ধাশ্রম, কর্মজীবী নারীদের জন্য হোস্টেল ইত্যাদি নির্মাণ, স্বল্পবিত্ত মানুষের গৃহ নির্মাণে সহযোগিতা দেয়া, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত দরিদ্র মহিলাদের তৈরী দ্রব্যের বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা, ট্রাক টার্মিনাল ও কিচেন মার্কেট নির্মাণ, পানি সরবরাহ এবং আধুনিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা বিশেষ করে হাউজিং এলাকার জন্য এবিষয়ে আলাদা প্রকল্প গ্রহণ, ডে-কেয়ার/চাইল্ড কেয়ার সেন্টার নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে আমার। ❐

স্টিফ-২ এর সিডিসি সদস্যদের অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর

দ্বিতীয় সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্পভুক্ত মুন্সীগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গাইবান্ধা ও জামালপুর পৌরসভার কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটির (সিডিসি) কাজ গতিশীল করার লক্ষ্যে এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য প্রতিটি শহরের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও সিডিসি সদস্যদের সমন্বয়ে ২০ সদস্যের প্রতিনিধি দল গঠন করা হয়। মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার দল সুনামগঞ্জ পৌরসভা, সুনামগঞ্জ পৌরসভা দল জামালপুর পৌরসভা, জামালপুর পৌরসভার দল ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার দল গাইবান্ধা পৌরসভা এবং গাইবান্ধা পৌরসভার দল মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার সিডিসির কার্যক্রম পরিদর্শন করবে। মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার প্রতিনিধি দল সুনামগঞ্জ পৌরসভা পরিদর্শনকালে সিডিসির সভায় মিলিত হয়।

মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার প্রতিনিধি দল সুনামগঞ্জ পৌরসভা পরিদর্শনকালে সিডিসির সভায় মিলিত হয়।

গত ২০ মে ২০০৯ তারিখে মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার প্রতিনিধি দল সুনামগঞ্জ পৌরসভার সিডিসির কার্যক্রম পরিদর্শন করে। প্রতিনিধি দলটি সুনামগঞ্জ পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর এবং পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সঙ্গে এক আলোচনা সভায় মিলিত হয়। তারা উভয় পৌরসভার সিডিসির কার্যক্রম এর অগ্রগতি এবং শহরের দারিদ্র হ্রাসকরণে প্রকল্পের কর্মকাণ্ড ও সিডিসির কর্মতৎপরতার বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করে। তারা আশা করে কমিউনিটির দরিদ্র প্রতিনিধি এবং সরকারী-বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিয়মিত মনিটরিং করলে প্রতিটি শহরের দারিদ্র প্রত্যাশার চেয়েও বেশি হারে হ্রাস পাবে। সভায় সুনামগঞ্জ পৌরসভার মেয়র মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা থেকে আগত দলকে তার শহরের সিডিসির কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য ধন্যবাদ জানান। ২১ মে প্রতিনিধিদল দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে ৬টি সিডিসির কার্যক্রম পরিদর্শন করে। তারা সিডিসির কার্যক্রমের অগ্রগতি, সমস্যা, অবকাঠামো উন্নয়ন, সঞ্চয় ও ঋণদান কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, নারীর অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে। অপরাহ্নে সুনামগঞ্জ পৌরসভার ৩০টি সিডিসির প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি এবং পরিদর্শনদলের মধ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২২ মে প্রতিনিধিদল মুন্সীগঞ্জ ফিরে আসে।

এদিকে গত ২৫ মে গাইবান্ধা পৌরসভার সিডিসির ১৯ সদস্যের একটি দল মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার সিডিসির কার্যক্রম দেখার জন্য মুন্সীগঞ্জ আসে। ২৬ মে দলটি দুইভাগে ৬টি সিডিসির কার্যক্রম পরিদর্শন করে। এসময় তারা সিডিসির কর্মকাণ্ডের বিষয়ে মত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করে। বিভিন্ন দপ্তরের সহায়তায় বুক, বাটিক, সেলাই, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালন, মাশরুম চাষ, আলুর রকমারী খাবার প্রস্তুত ও বিউটিশিয়ানসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাওয়া মুন্সীগঞ্জ সিডিসির সদস্যদের সঙ্গে গাইবান্ধা প্রতিনিধিদল আলাপ করে যাতে এসব কার্যক্রম গাইবান্ধায় বাস্তবায়ন করা যায়। ◻

কুষ্টিয়া পৌরসভায় বর্ষবরণ উৎসব

এলজিইডির আওতায় বাস্তবায়নাধীন নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের সহযোগিতায় কুষ্টিয়া পৌরসভায় উদ্‌যাপিত হলো বাংলা ১৪১৬ বর্ষবরণ উৎসব। বছরের নতুন সূর্যোদয় লগ্নে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের শুভ সূচনা করেন কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র জনাব আনোয়ার আলী। এসময় সিডিসির আয়োজনে আগত অতিথিদের পান্তা ইলিশ দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। আলোচনা সভায় পৌর মেয়র বলেন, পহেলা বৈশাখ আমাদের আপন ঠিকানায় নিয়ে আসে। বাঙালীর নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি অন্য সবার থেকে আলাদা, আর এটাই আমাদের অহংকার। আবহমান বাংলার প্রতি ঘরে এই চিরায়ত দৃশ্য সারা জীবন অব্যহত থাকবে। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রফেসর ডঃ সরোয়ার মোর্শেদ রতন, সাংস্কৃতিক সংগঠন বোধোদয় এর সভাপতি জনাব লালিম হক, শিশু সংগঠক ও গবেষক জনাব ম. মনিরুজ্জামান, টাউন ম্যানেজার মোঃ জালাল হোসেন।

কুষ্টিয়া পৌরসভায় বাংলা ১৪১৬ বর্ষবরণ উৎসবে নৃত্য পরিবেশন করছে সিডিসি সদস্য অনুচ্ছ।

বর্ষবরণ উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত হস্তশিল্প প্রদর্শনীতে ১২টি স্টলের মাধ্যমে সিডিসি সদস্যগণ তাদের তৈরী বাহারী জিনিষপত্রসহ বিভিন্ন ধরনের খাবার প্রদর্শন ও বিক্রি করেন। বিকেলে সিডিসির শিল্পীগণ একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। ◻

ডামুড্যা পৌর ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

গত ২৭ জুন শরীয়তপুর-৩ আসনের সংসদ সদস্য এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আবদুর রাজ্জাক ডামুড্যা পৌর ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের সদস্য ড. ইদ্রিস আলী দেওয়ান, এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান, শরীয়তপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব স্বপন কুমার বড়াল, ডামুড্যা উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আলমগীর মাঝি, শরীয়তপুর পৌরসভার মেয়র জনাব আঃ রব মুন্সী, ডামুড্যা পৌরসভার মেয়র জনাব রেজাউল করিম (রাজা সৈয়াল) এবং তরুন শিল্পপতি ও শিক্ষানুরাগী জনাব নাঈম রাজ্জাক এসময় উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দ্বিতল পৌর ভবনটি নির্মিত হবে। ◻

টিএলসিসির সভা

নওয়াপাড়া পৌরসভাঃ সম্প্রতি নওয়াপাড়া পৌরসভায় পৌরবাসীর স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে নগর সমন্বয় কমিটির (টিএলসিসি) বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অভয়নগর উপজেলার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান এবং যশোর জেলার সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ সালাহউদ্দিন খান উপস্থিত ছিলেন। সভায় পৌরবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ডাঃ খান বলেন, হাসপাতালে সরবরাহকৃত ওষুধের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য প্রতিদিনের ওষুধের হিসাব চার্টের মাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তিনি বলেন, অভয়নগর হাসপাতালকে একটি আদর্শ হাসপাতাল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে এই হাসপাতালে কর্মরত সব চিকিৎসককে সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। সভাশেষে গত অর্থবছরে কর আদায়ে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য শ্রেষ্ঠ তিনজন কর আদায়কারীকে পুরস্কৃত করা হয়।

ঝিনাইদহ পৌরসভাঃ ঝিনাইদহ পৌরসভার নগর সমন্বয় কমিটির (টিএলসিসি) দ্বিতীয় সভা গত ১৩ মে ২০০৯ তারিখে পৌর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ আব্দুল মালেক। সভায় দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মপরিকল্পনার (ইউজিআপ) প্রথম ধাপ (ধাপ-১) বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা ও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় টিএলসিসির সদস্যবৃন্দ ঝিনাইদহ শহরের সার্বিক উন্নয়নকল্পে তাদের মূল্যবান মতামত দেন। তারা শহরে একটি বিনোদনমূলক আধুনিক শিশুপার্ক স্থাপনের দাবী জানান। ◻

কৃতি ছাত্র-ছাত্রী

নাফি আহমেদ ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ থেকে গোল্ডেন জিপিএ (এ+) সহ উত্তীর্ণ হয়েছে। তার পিতা জনাব আলী আহমেদ এলজিইডির নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং মা নাসরিন আহমেদ একজন গৃহিণী। সে সবার দোয়া প্রার্থী।

মোঃ তানজির রহমান খান (রাতুল) ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় সেন্ট জোসেফ স্কুল এন্ড কলেজ থেকে গোল্ডেন জিপিএ (এ+) সহ উত্তীর্ণ হয়েছে। তার পিতা মোঃ আতাউর রহমান খান এলজিইডির ইমারজেন্সি ডিজাষ্টার ড্যামেজ রিহ্যাবিলিটেশন (সেক্টর) প্রকল্প-২০০৭ : পার্ট-সিঃ মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ইডিডিআরপি) প্রকল্পের উপ প্রকল্প পরিচালক এবং মা মোসাম্মৎ মাহমুদা আক্তার একজন গৃহিণী। সে সবার দোয়া প্রার্থী।

মোঃ মোহাইমেনুর রহমান (অনন্ত) ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় বনানী বিদ্যানিকেতন থেকে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। তার পিতা মুহাম্মদ আবদুর রহমান এলজিইডির ইমারজেন্সি ডিজাষ্টার ড্যামেজ রিহ্যাবিলিটেশন (সেক্টর) প্রকল্প-২০০৭: পার্ট-সিঃ মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ইডিডিআরপি) প্রকল্পের এমআইএস কর্মকর্তা এবং মা নাজনীন আক্তার চৌধুরী অরোরা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষিকা। সে সবার দোয়া প্রার্থী।

সাবরিনা তারিন (ছন্দা) ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। তার পিতা মোঃ শফিকুল ইসলাম শফিক এলজিইডির পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাট-বাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) শীর্ষক প্রকল্পে কর্মরত। তার মা একজন গৃহিণী। সে সবার দোয়া প্রার্থী।

দুই বোনের কৃতিত্ব

মাহমুদা খাতুন

মাহবুবা খাতুন

এলজিইডির মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রকল্পের হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান ও জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের হিসাব রক্ষক মোছাঃ সুফিয়া খাতুনের কন্যা মাহবুবা খাতুন ও মাহমুদা খাতুন মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ (এ+) সহ উত্তীর্ণ হয়েছে। তারা সবার দোয়া প্রার্থী। ❑

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তোমার পৃথিবী তোমাকেই চায়'- এই শ্লোগান নিয়ে সারা বিশ্বের মতো এবারও ৫ জুন বাংলাদেশে পালিত হলো বিশ্ব পরিবেশ দিবস। দিবসটি পালন উপলক্ষে ইউজিআইআইপি ও এসটিআইএফপিপি-২ থেকে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এসবের মধ্যে ছিলো জনসচেতনতামূলক র‌্যালি, আলোচনা সভা, বৃক্ষরোপণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, ভেজাল বিরোধী ও মশক নিধন অভিযান, খোলা পায়খানা চিহ্নিতকরণ ও অপসারণ অভিযান, শিশুদের চিত্রাংকন ও পরিবেশ বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা, পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ে জনসচেতনতার জন্য ইমামদের ওরিয়েন্টেশন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন উপলক্ষে নরসিংদী পৌরসভা ৯দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। কর্মসূচির শেষদিন ১৩ জুন শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ এবং আলোচনার সভার আয়োজন করা হয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন। নরসিংদী পৌর মেয়র জনাব লোকমান হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাজিউদ্দীন আহমদ রাজু এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন নরসিংদী সদর আসনের সংসদ সদস্য লেঃ কর্ণেল (অব.) মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম হিরু বীর প্রতীক, নরসিংদীর জেলা প্রশাসক জনাব অমৃত বাড়ৈ এবং নরসিংদী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর গোলাম মোস্তাফা মিয়া। আলোচনাশেষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করছেন মাননীয় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী জনাব রাজিউদ্দীন আহমদ রাজু এমপি। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউজিপ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন ও নরসিংদী পৌর মেয়র জনাব লোকমান হোসেন।

এদিকে মুন্সীগঞ্জ পৌরসভায় ৫ জুন ২০০৯ থেকে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। পৌর মেয়র এডভোকেট মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পরিবেশ বিপর্যয়ের বিভিন্ন বার্তা সম্বলিত ব্যানার, প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন এবং ব্যান্ড পার্টিসহ আকর্ষণীয় র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‌্যালিতে ছোট ছোট শিশুরা পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার গাড়িতে শহর প্রদক্ষিণ করে। ৬ জুন পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় মুন্সীগঞ্জের ৫০ জন ইমাম অংশগ্রহণ করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে মেয়র অধ্যাপক আতাউর রহমানের নেতৃত্বে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে ৭দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এর মধ্যে ছিল র‌্যালি, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, বৃক্ষরোপণ, ইমামদের ওরিয়েন্টেশন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ভেজাল বিরোধী অভিযান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খোলা ল্যাট্রিন চিহ্নিতকরণ ও অপসারণ, ওয়ার্ড পর্যায়ে সভা ইত্যাদি। ১১ জুন মেয়র অধ্যাপক আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে শহরের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

জয়পুরহাট পৌরসভা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি পালন করে। এসবের মধ্যে ছিল র‌্যালি, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, বৃক্ষরোপণ, ইমামদের ওরিয়েন্টেশন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান ইত্যাদি। মেয়র জনাব ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাটের জেলা প্রশাসক জনাব আবু সৈয়দ মোহাম্মদ হাশিম।

র‌্যালি, আলোচনা সভা, শিশুদের বয়সভিত্তিক চিত্রাংকন, রচনা, কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, ইমামদের ওরিয়েন্টেশন এবং বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে মেহেরপুর পৌরসভা বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করে। পৌর মেয়র মোঃ মোতাছিম বিল্লাহ মতুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ আব্দুর রউফ।

ইউজিপ ও স্টিফ-২ ভুক্ত ভৈরব, গাজীপুর, ঈশ্বরদী, লক্ষীপুর, মানিকগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নারায়ণগঞ্জ, নেত্রকোনা, পঞ্চগড়, শাহজাদপুর, শরীয়তপুর, শেরপুর, টঙ্গী, ফেনী, গোপালপুর, কুষ্টিয়া, লাকসাম, নওয়াপাড়া, পাবনা, রাজবাড়ী, রাঙ্গামাটি, সিংড়া, জামালপুর, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, গাইবান্ধা ও সুনামগঞ্জ পৌরসভায় নানা আয়োজনে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে দিবসটি পালন করা হয়।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন : এলজিইডির নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের সহযোগিতায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। খুলনার বিভাগীয় কমিশনার জনাব ইউনুসুর রহমান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এসময় খুলনার জেলা প্রশাসক জনাব এন এম জিয়াউল আলম ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব অশোক কুমার বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচির মধ্যে ছিলো র‌্যালি ও পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ❑

মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট মোঃ শাহজাহান মিয়া পটুয়াখালী কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল উদ্বোধন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

পটুয়াখালী কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট মোঃ শাহজাহান মিয়া এমপি গত ২৫ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে পটুয়াখালী কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল উদ্বোধন করেন। বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রকল্পের (এমএসপি) আওতায় প্রায় সাড়ে বারো হাজার বর্গমিটার এলাকা জুড়ে নির্মিত টার্মিনালটি পটুয়াখালী শহরের যানজট অনেকাংশে কমিয়ে আনবে। একসঙ্গে প্রায় ১৫০টি বাস এই টার্মিনাল ব্যবহার করতে পারবে। দ্বিতল বিশিষ্ট আধুনিক টার্মিনাল ভবনে যাত্রীদের জন্য সব ধরণের সুবিধা রাখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে টিকেট কাউন্টার, যাত্রীদের বিশ্রামাগার, দোকান, নিরাপত্তারক্ষীদের জন্য কক্ষ। রয়েছে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা। এছাড়াও ভবনের দ্বিতীয় তলায় অফিস কক্ষ ও নামাজের জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পটুয়াখালী পৌর মেয়র জনাব মোঃ মোশতাক আহম্মেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এবং এমএসপির প্রকল্প পরিচালক জনাব ইফতেখার আহমেদ। □

নেপালী প্রতিনিধিদলের এলজিইডির জেন্ডার কার্যক্রম পরিদর্শন

এডিবির সহায়তায় এলজিইডির গ্রামীণ অবকাঠামো, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণের জন্য এগার সদস্যের নেপালী প্রতিনিধিদল গত ২-৮ মে ২০০৯ বাংলাদেশ সফর করে। উন্নয়ন প্রকল্পে জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল এবং এর সফল বাস্তবায়নের বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে নিজ দেশে এডিবি সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পে তা কীভাবে কাজে লাগানো যায় এটাই ছিলো এই সফরের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এ উপলক্ষে ৩ মে এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং প্রকৌশল সংস্থাগুলোতে জেন্ডার কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয়। এ সময় এলজিইডির সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও এসএসডব্লিউআরডিএসপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মশিউর রহমান, আরআইআইপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান এবং ইউজিআইআইপি এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন এলজিইডির তিন সেক্টরে কাজের মূল ধারায় নারীর অংশগ্রহণের বিষয় উপস্থাপন করেন।

৪ মে প্রতিনিধিদল দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের অগ্রণী ও নয়াগোলা সাব-প্রজেক্ট পরিদর্শন করে। এ সময় তারা পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের সঙ্গে প্রকল্পের সুফল ও সাব-প্রজেক্ট বাস্তবায়ন পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে মতবিনিময় করে। এসএসডব্লিউআরডিএসপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মশিউর রহমান এসময় উপস্থিত ছিলেন। নগর উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনের অংশ হিসেবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভায় ইউজিপ এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় সিটিজেন চার্টার, মহিলা কাউন্সিলরদের অংশগ্রহণ, পৌরসভার ওয়ান স্টপ সার্ভিস এবং রাজস্ব আদায় পদ্ধতি দেখে প্রতিনিধিদল ভূয়সী প্রশংসা করে। নগরীর দরিদ্র এলাকায় ইউজিপ থেকে নির্মিত ফুটপাথ, ড্রেন, ডাস্টবিন, সড়কবাতি ইত্যাদি দেখে তারা সন্তোষ প্রকাশ করে। এসময় ইউজিআইআইপি এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিনিধিদল ৫ মে রংপুরে আরআইআইপি-২ এর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করে। এ সময় কাউনিয়া টেপা মধুপুর উপজেলা সড়কে এলসিএস এর মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, স্থানীয় মার্কেটে মহিলা দ্বারা পরিচালিত দোকান, একটি ইউপি কমপ্লেক্স ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করে। আরআরআইপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান এসময় উপস্থিত ছিলেন।

৬ মে প্রতিনিধিদল সিরাজগঞ্জ পৌরসভায় ইমারজেন্সি ডিজাষ্টার ড্যামেজ রিহ্যাবিলিটেশন (সেক্টর) প্রকল্প-২০০৭ : পার্ট-সিঃ মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর আওতায় মহিলাদের সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পরিদর্শন করে। প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ এসময় মহিলা শ্রমিকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন।

এলজিইডি সদর দপ্তরে ৭ মে এলজিইডির কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রতিনিধিদলের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এলজিইডির উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং জেন্ডার সমতা কৌশল উপস্থাপন করেন। এলজিইডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট অফিসার মিসেস ফেরদৌসী সুলতানা এ সময় উপস্থিত ছিলেন। □

এলজিইডির কর্মকর্তাদের সঙ্গে নেপাল প্রতিনিধিদলের জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় সভায় প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এলজিইডির উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং জেন্ডার সমতা কৌশল উপস্থাপন করেন।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের ইউজিআপ বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা বিনিময় সংক্রান্ত সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক এমপি। এসময় উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক এমপি, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব শেখ খুরশীদ আলম, এডিবির ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব নুরুল হুদা, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মুহাঃ আজিজুল হক।

শহরবাসীর জীবনমানের অসমতা দূরকরার জন্য প্রয়োজন কার্যকর নগরায়ন নীতি – এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক এমপি বলেছেন, শহরাঞ্চলে বসবাসকারীদের জীবনযাত্রার মানের অসমতা দূর করার জন্যে একটি কার্যকর নগরায়ন নীতি থাকা আবশ্যক যাতে দরিদ্র, নিম্ন আয় ও মধ্যম আয়ের লোকজনের জন্য শহরের সুবিধাদি সম্প্রসারিত হয়। গত ১০ জুন ২০০৯ এলজিইডি সদর দপ্তরে আয়োজিত নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি ইউজিআপ বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা বিনিময় সংক্রান্ত এক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, উন্নয়নকে টেকসই করতে না পারলে কখনোই আমরা উন্নত দেশের সারিতে নিজেদের নিয়ে যেতে পারবো না। পৌরসভাগুলোকে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার করেছেন। ইউজিপ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাগুলোতে সে কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। পৌরসভার কাজের এ ধারা অব্যহত থাকলে এবং অন্যান্য পৌরসভায় এর চর্চা করা গেলে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া অবশ্যই সম্ভব।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক এমপি এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব শেখ খুরশীদ আলম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব নুরুল হুদা।

বিশেষ অতিথির ভাষণে ভূমি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান জনাব আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক এমপি বলেন, নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প পৌরসভার কর আদায় বৃদ্ধিতে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। গাজীপুর পৌরসভার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, প্রকল্পের শুরুতে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে গাজীপুর পৌরসভার পৌরকর আদায়ের হার ছিল ৬৮% যা প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়শেষে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫% এ। তিনি আরও বলেন, পৌর কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বেড়েছে। মেয়রগণ জনতার মুখোমুখি হয়ে জবাবদিহি করছেন। প্রকাশ্যে পৌরসভার বাজেট ঘোষণা এবং টিএলসিসিতে বাজেট নিয়ে আলোচনা পৌরকর্মকাণ্ডকে স্বচ্ছ করছে জনগণের কাছে।

বিশেষ অতিথি স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব শেখ খুরশীদ আলম তাঁর ভাষণে বলেন, পৌরসভার কাউন্সিলর থেকে মেয়র পর্যন্ত সবাইকেই পৌরসেবা প্রদানে নিবেদিত প্রাণ হতে হবে। তিনি করদাতাদের তালিকা হালনাগাদকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, রাজস্ব আদায়ে তৎপরতা বৃদ্ধি করে পৌরসভাগুলোকে তহবিল গঠনে সক্ষম হতে হবে। নগরবাসীদের অন্যতম দুটি বিড়ম্বনা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও মশার উপদ্রব উল্লেখ করে পৌরসভাগুলোকে এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব নুরুল হুদা বলেন, এলজিইডির নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প পর পর দু'বছর এডিবির শ্রেষ্ঠ প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তিনি বলেন, প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সন্তুষ্ট এবং এ প্রকল্পকে এডিবি একটি মডেল প্রকল্প হিসেবে বিবেচনা করে। তিনি বলেন, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পাইপলাইনে এ ধরনের আরও প্রকল্প বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান সভাপতির ভাষণে বলেন, ২০৩০ সাল নাগাদ শহর ও গ্রামের জনসংখ্যা হবে সমান। নগরায়ন যতোই বাড়ছে নাগরিক সুবিধার চাহিদাও ততো বাড়ছে। তিনি বলেন, ইউজিপ প্রকল্পের প্রথম দুটি পর্যায়ের সাফল্য অর্জনের পেছনে পৌরসভাগুলোর মেয়রদের সহযোগিতা ও অবদানই ছিল মুখ্য। তিনি প্রকল্পের টার্গেট অর্জনের জন্য মেয়রদের আরও আন্তরিক হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেন, দরপত্র আহবান ও ঠিকাদার নির্বাচনের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা জরুরী।

অনুষ্ঠানে টঙ্গী পৌরসভার মেয়র এডভোকেট মোঃ আজমত উল্লাহ খান নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি (ইউজিআপ) বাস্তবায়নে পৌরসভার নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং এসব পদক্ষেপ নেয়ার ফলে যেসব সাফল্য এসেছে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। বরগুনা পৌরসভার মেয়র এডভোকেট মোঃ শাহজাহান দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের মেয়রদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ইউজিপ-২ শুরুর সময়ে এ ধরনের একটি সেমিনার অত্যন্ত সময়োপযোগী। ইউজিপ এর অভিজ্ঞতা নিয়ে তারা কার্যকরভাবে ইউজিআপ বাস্তবায়নে সমর্থ হবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে সেমিনারের প্রেক্ষিত বর্ণনা করে স্বাগত ভাষণদেন এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মুহাঃ আজিজুল হক।

অপরাহ্নে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নাজমুল হাসান ও জিটিজেড এর পরামর্শক জনাব মোঃ আব্দুল গফফার এর সভাপতিত্বে দুটি কার্য অধিবেশনের মাধ্যমে ইউজিপভুক্ত পৌর মেয়রগণ ইউজিআপ বাস্তবায়নে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মনজুর হোসেন সেমিনারের সমাপনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, সঠিক নেতৃত্বে যে কোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সম্ভব। তিনি নতুন প্রকল্পের মেয়রবৃন্দকে বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে ইউজিআপ বাস্তবায়ন করার পরামর্শ দেন।

উল্লেখ্য, এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পটি পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি করে নগর সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পৌরসভার উন্নয়নকে টেকসই করার লক্ষ্য নিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে পারফরমেন্স বেইসড এ্যাপ্রোচ অনুসরণে প্রকল্পের তিনটি পর্যায়ের মধ্যে দুটি পর্যায়ে কাজশেষে তৃতীয় পর্যায়ের কাজ চলছে। □

সম্পাদক : মুহাঃ আজিজুল হক, পরিচালক UMSU, আরডিইসি (লেভেল-৭), এলজিইডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৮১২৩৭৬০
সম্পাদক কর্তৃক UMSU'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত।